Bismillahir Rahmanir Rahim

ABU DAUD SARIF (2nd volume)

Bangla Translation

Scanned by : www.Banglainternet.com

Part : 2nd volume, Kitabuj Jakat, 9 para

Page 363-393.

كِتَابُ الزَّكٰوةِ

যাকাত

٣. كِتَابُ الزَّكٰوةِ

৩. অধ্যায়ঃ যাকাত

١٥٥٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الثَّقَفِيُّ نَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ اَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لاَبِىْ بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ عَصَمَ مِنِّىْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاللّٰهِ لاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ فَاِنَّ الزَّكٰوةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِىْ عِقَالاً كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلاَّ اَنْ رَاَيْتُ اللّٰهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ اَبِىْ بَكْرٍ لِلْقِتَالِ قَالَ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ رَبَاحُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِاِسْنَادِهِ قَالَ بَعْضُهُمْ عِقَالاً وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ قَالَ عَنَاقًا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ شُعَيْبُ بْنُ اَبِىْ حَمْزَةَ وَمَعْمَرٌ وَالزُّبَيْدِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ لَوْ مَنَعُوْنِىْ عَنَاقًا وَرَوٰى عَنْبَسَةُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ عَنَاقًا ـ

১৫৫৬। কুতায়বা ইব্ন সাঈস আছ-ছাকাফী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর হযরত আবু বাক্‌র (রা) -কে তাঁর স্থলাভিসিক্ত করা হয়। এই সময়ে আরবের কিছু লোক মুরতাদ্ (ইস্‌লাম ত্যাগী) হয়ে যায়। এমতাবস্থায় উমার (রা) আবু বাক্‌র (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি (মুরতাদ) লোকদের বিরুদ্ধে কিরূপে যুদ্ধ করবেন ? অথচ রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন ঃ আমি নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছি যে, যতক্ষণ না লোকেরা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বলবে,

ততক্ষণ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। অতঃপর যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বলবে, তাঁর জান-মাল আমার নিকট নিরাপদ। অবশ্য শরীআতের দৃষ্টিতে তার উপর কোন দন্ড আসলে তা কার্যকর হবে এবং তার হিসাব-নিকাশ আল্লাহ্র নিকটে। আবু বাক্র (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি অবশ্যই এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে। কেননা যাকাত হল ধন-সম্পদের হক। আল্লাহ্র শপথ! তারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে যে রশি যাকাত দিত, যদি তাও দিতে তারা অস্বীকার করে, তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব। উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! তখন আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে, আল্লাহ তাআলা হযরত আবু বাক্র (রা)-র অন্তর যুদ্ধের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছেন। উমার (রা) আরও বলেন, আমি হৃদয়ংগম করলাম যে, তিনিই (আবু বাক্র) সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন -- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, রাবাহ্ ইব্ন যায়েদ (র) মুআম্মার হতে, তিনি যুহ্রী হতে উপরোক্ত সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ "ইকালান" শব্দের পরিবর্তে "আনাকান" (উটের রশি) বলেছেন। রাবী ইব্ন ওয়াহ্ব (র) ইউনুসের সূত্রে "আনাকান" (বকরীর বাচ্চা) উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) অন্য সূত্রে ইমাম যুহ্রী (রহ) হতে উপরোক্ত হাদীছের মধ্যে "লাও মানউনী আনাকান" (যদি তারা একটি বকরীর শাবকও যাকাত হিসাবে দিতে অস্বীকার করে) বাক্যাংশের উল্লেখ করেছেন। রাবী আনবাসা (র) ইয়ুনুস হতে, তিনি যুহ্রী হতে এই হাদীছের মধ্যে "আনাকান" শব্দের উল্লেখ করেছেন।

١٥٥٧- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالاَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَقُّهُ اَدَاءُ الزَّكٰوةِ وَقَالَ عِقَالاً ـ

১৫৫৭। ইব্নুস সারহ ও সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) ... ইমাম যুহ্রী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবু বাক্র (রা) বলেন, তার হক হল যাকাত আদায় করা। এই বর্ণনায় রাবী 'ইকালান' শব্দ উল্লেখ করেছেন।

١ـ بَابُ مَا تَجِبُ فِيْهِ الزَّكٰوةُ

১. অনুচ্ছেদ ঃ যে পরিমাণ মালে যাকাত ওয়াজিব হয়

١٥٥٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَاْتُ عَلٰى مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عَمْرِو

بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيْمَادُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ـ

১৫৫৮। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্‌লামা (র) ... আবু সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচটি উটের কম হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না, রূপার পরিমাণ দুই শত দিরহামের (তোলা) কম হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না (১) এবং ভূমি হতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ পাঁচ ওয়াসাকের কম হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না -- (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।(২)

١٥٥٩- حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا اِدْرِيْسُ بْنُ يَزِيْدَ الْاَوْدِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيِّ عَنْ اَبِى الْبُخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ يَرْفَعُهُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسَاقٍ زَكٰوةٌ وَالْوَسْقُ سِتُّوْنَ مَخْتُوْمًا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُو الْبُخْتَرِيِّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ ـ

১৫৫৯। আইয়ূব ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ... আবু সাঈদ আল্-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি এর বর্ণনা ধারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। তিনি (স) বলেন ঃ পাঁচ ওয়াসাকের কম উৎপন্ন ফসলে যাকাত ওয়াজিব হবে না এবং এক ওয়াসাকের পরিমাণ হল ষাট সা'আ -- (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٥٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ اَعْيَنَ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ الْوَسْقُ سِتُّوْنَ صَاعًا مَخْتُوْمًا بِالْحِجَاجِيِّ ـ

---

(১) যদি কেউ দুইশত দিরহাম পরিমাণ রূপার মালিক হয় এবং তা এক বছর তার নিকট জমা থাকে, তবে ঐ সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাতস্বরূপ প্রদান করতে হবে।

(২) এক ওয়াসাকের পরিমাণ হল ঃ ৬০ সা'আ। এক সাআ' = প্রায় এক সের তের ছটাক। হানাফী মাযহাব অনুসারে ভূমিতে উৎপন্ন ফসলের যাকাত বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। বৃষ্টির পানি দ্বারা স্বাভাবিকভাবে বিনা শ্রমে যদি ক্ষেতের ফসল উৎপন্ন হয়, তবে দশ ভাগের একভাগ যাকাত আদায় করতে হবে। ইমাম আবু হানীফা (রহ)-র মতে ক্ষেতের উৎপন্ন ফসল কম বা বেশী যাই হোক, তার যাকাত আদায় করতে হবে। আর ক্ষেতে পানি সেচ ও আগাছা পরিষ্কার করার জন্য শ্রম খাটানো হলে $\frac{১}{৪০}$ ভাগ যাকাত আদায় করতে হবে ---- (অনুবাদক)।

১৫৬০। মুহাম্মাদ ইব্ন কুদামা (র) ... ইব্রাহীম (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ওয়াসাকের পরিমাণ হল ষাট্ সা'আ-এর সমান এবং হিজাজীদের প্রচলিত সুনির্দিষ্ট ওজন। (১)

١٥٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ نَا نَاصِرَةُ بْنُ اَبِي الْمَنَازِلِ سَمِعْتُ حَبِيْبًا الْمَالِكِيَّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ يَا اَبَا نُجَيْدٍ اِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُوْنَنَا بِالْحَدِيْثِ مَا نَجِدُ لَهَا اَصْلاً فِي الْقُرْاٰنِ فَغَضِبَ عِمْرَانُ وَقَالَ لِلرَّجُلِ اَوَجَدْتُمْ فِيْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَمِنْ كُلِّ كَذَا وَكَذَا شَاةً شَاةٌ وَمِنْ كُلِّ كَذَا وَكَذَا بَعِيْرًا كَذَا كَذَا اَوَجَدْتُمْ هٰذَا فِي الْقُرَانِ قَالَ لاَ قَالَ فَعَنْ مَنْ اَخَذْتُمْ هٰذَا اَخَذْتُمُوْهُ عَنَّا وَاَخَذْنَاهُ عَنْ نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَذَكَرَ اَشْيَاءَ نَحْوَ هٰذَا ـ

১৫৬১। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... নাসিরা ইব্ন আবুল মানাযিল (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত হাবীব আল-মালিকীকে বলতে শুনেছি ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি ইম্রান ইব্ন হুসায়েন (রা)-কে বলেন, হে আবু নুজায়েদ! আপনারা এমন সব হাদীছ বর্ণনা করেন যার ভিত্তি কুরআনের মধ্যে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। একথায় ইমরান (রা) রাগান্বিত হয়ে তাকে বলেন, তোমরা কি কুরআনে এরূপ কোন নির্দেশ পেয়েছ যে, চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম যাকাত দিতে হবে ? এত সংখ্যক ছাগলের জন্য একটি ছাগল যাকাত দিতে হবে? এত সংখ্যক উটের এত যাকাত দিতে হবে? অনুরূপ কোন নির্ধারিত নির্দেশ কুরআনে আছে কি? লোকটি বলল, না। তিনি বলেন, তোমরা এই যাকাতের বিস্তারিত নির্দেশ কোথায় পেয়েছ? তোমরা তা আমাদের নিকটে পেয়েছ এবং আমরা তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পেয়েছি। তিনি এরূপভাবে অন্যান্য বিষয়ের কথাও উল্লেখ করেন।

٢. بَابُ الْعُرُوْضِ اِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ هَلْ فِيْهَا مِنْ زَكٰوةٍ

২. অনুচ্ছেদ ঃ বাণিজ্যিক পণ্যের যাকাত

١٥٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيٰنَ نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ نَا سُلَيْمَانُ

(১) হিজাজবাসীদের মতে এক সাআ-এর পরিমাণ হল চার মুদ্ এবং এক মুদ হল ১$\frac{১}{৩}$ রতল। ইরাকীদের অভিমত অনুসারে এক সা'আ-এর পরিমাণ হল চার মুদ এবং এক মুদ হল দুই রতলের সমান — (অনুবাদক)।

بْنُ مُوْسٰى اَبُوْ دَاوُدَ نَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ حَدَّثَنِىْ خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَاْمُرُنَا اَنْ نُّخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِىْ نُعِدُّ لِلْبَيْعِ -

১৫৬২। মুহাম্মাদ ইব্‌ন দাউদ (র) ... সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে খরিদকৃত পণ্যের যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।

٣. بَابُ الْكَنْزِ مَا هُوَ وَزَكٰوةُ الْحُلِىِّ

৩. অনুচ্ছেদ ঃ গচ্ছিত ধনের এবং অলংকারের যাকাত

١٥٦٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ وَ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْمَعْنٰى اَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ نَا حُسَيْنٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ امْرَاَةً اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَّهَا وَفِىْ يَدِ ابْنَتِهَا مَسْكَتَانِ غَلِيْظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا اَتُعْطِيْنَ زَكٰوةَ هٰذَا قَالَتْ لاَ قَالَ اَيَسُرُّكِ اَنْ يُسَوِّرَكِ اللّٰهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَّارٍ قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَاَلْقَتْهُمَا اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ هُمَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ -

১৫৬৩। আবু কামিল (র) ... আমর ইব্‌ন শুআইব (রহ) থেকে পযায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, এক মহিলা তার কন্যাসহ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হন। তার কন্যার হাতে মোটা দুই গাছি সোনার কাকন ছিল। তিনি (স) তাকে বলেন ঃ তোমরা কি যাকাত দাও? মহিলা বলেন, না। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তুমি কি পছন্দ কর যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা এর পরিবর্তে তোমাকে এক জোরা আগুনের কাঁকন পরিধান করান? রাবী বলেন, একথা শুনে মেয়েটি তার হাত থেকে তা খুলে নবী করীম (স)-এর সামনে রেখে দিয়ে বলল — এ দুটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য - - (তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٥٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا عَتَّابٌ يَعْنِى ابْنَ بَشِيْرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلاَنَ

عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَلْبَسُ اَوْضَاحًا مِّنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَكَنْزٌ هُوَ فَقَالَ مَا بَلَغَ اَنْ تُؤَدِّىَ زَكَاتَهُ فَزُكِّىَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ -

১৫৬৪। মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা (র) ... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করতাম। একদা আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এই অলংকার "কান্য" হিসাবে গণ্য হবে কি? তিনি (স) বলেন ঃ যে মালের পরিমাণ এতটা হবে যার উপর যাকাত ধার্য হয় — তার যাকাত দিতে হবে, তা (ভূগর্ভে) গচ্ছিত ধন নয়।[১]

١٥٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ الرَّازِىُّ نَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيْعِ بْنِ طَارِقٍ نَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ اَنَّهُ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاٰى فِىْ يَدِىْ فَتَخَاتٍ مِّنْ وَرِقٍ فَقَالَ مَا هٰذَا يَاعَائِشَةُ فَقُلْتُ صَنَعْتُهُنَّ اَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَتُؤَدِّيْنَ زَكَاتَهُنَّ قُلْتُ لاَ اَوْ مَا شَاءَ اللّٰهُ قَالَ هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ -

১৫৬৫। মুহাম্মাদ ইব্ন ইদ্‌রীস (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাদ্দাদ ইব্নুল হাদ (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা)-র খেদমতে উপস্থিত হই। তখন তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (স) আমার নিকট উপস্থিত হয়ে আমার হাতে রূপার বড় বড় আংটি দেখতে পান। তিনি বলেন –হে আয়েশা ! এ কি ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার উদ্দেশ্যে রূপর্চচা করার জন্য তা গড়িয়েছি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি এর যাকাত পরিশোধ করে থাক? আমি বললাম, না অথবা আল্লাহ পাকের যা ইচ্ছা ছিল। তিনি (স) বলেন ঃ তোমাকে দোযখে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট।[২]

---

১. জমীনের অভ্যন্তরে প্রোথিত সম্পদকে 'কান্য' বলে। তা সাধারণত সঞ্চিত সম্পদ হিসাবে গণ্য — (স. স.)।

২ হানাফী মাযহাব মতে অলংকারের যাকাত দিতে হবে। হযরত উমার, ইব্ন মাসউদ, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর, ইব্ন আব্বাস, আবু মূসা (রা) প্রমুখ সাহাবীগণের মতে অলংকার-পত্রের যাকাত দিতে হবে। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, আতা, ইব্ন সীরীন, জাবের ইব্ন যায়েদ, মুজাহিদ, যুহ্‌রী, সুফিয়ান সাওরী, আবদুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ, দাহ্হাক, আলকামা, আসওয়াদ, উমার ইব্ন আবদুল আযীয (রহ) প্রমুখ উপরোক্ত মত গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে ইব্ন উমার, জাবের ইব্ন আবদুল্লাহ, আয়েশা, আনাস ইব্ন মালেক, আসমা বিনত আবু বাকর (রা) প্রমুখ সাহাবীগণের মতে অলংকার-পত্রের উপর যাকাত ধার্য হবে না। ইমাম মালেক, শাফিঈ, আহ্‌মাদ (রহ) প্রমুখ এই মত গ্রহণ করেছেন — (স. স.)।

١٥٦٦ - حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلَى فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ نَحْوَ حَدِيْثِ الْخَاتِمِ قِيْلَ لِسُفْيَانَ كَيْفَ تُزَكِّيْهِ قَالَ تَضُمُّهُ اِلَى غَيْرِهِ -

১৫৬৬। সাফওয়ান ইব্ন সালেহ্ (র) ... উমার ইব্ন ইয়ালা থেকে এই সূত্রেও আংটি সম্পর্কিত পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করা হল — কিভাবে এর যাকাত দিতে হবে? তিনি বলেন — যাকাতের অন্যান্য মালের সাথে যোগ করে।

٤- بَابٌ فِي زَكٰوةِ السَّائِمَةِ

৪. অনুচ্ছেদ ঃ চারণভূমিতে স্বাধীনভাবে বিচরণশীল পশুর যাকাত

١٥٦٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ قَالَ اَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسٍ كِتَابًا زَعَمَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ كَتَبَهُ لِاَنَسٍ وَعَلَيْهِ خَاتَمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا وَكَتَبَهُ لَهُ فَاِذَا فِيْهِ هٰذِهِ فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِيْ فَرَضَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ الَّتِيْ اَمَرَ اللّٰهُ بِهَا نَبِيَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلٰى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ مِنَ الْاِبِلِ الْغَنَمُ فِيْ كُلِّ خَمْسٍ ذَوْدٍ شَاةٌ فَاِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ اِلٰى اَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَّثَلَاثِيْنَ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ فِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٌ فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَّثَلَاثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ اِلٰى خَمْسٍ وَّاَرْبَعِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَاَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوْقَةُ الْفَحْلِ اِلٰى سِتِّيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ اِحْدٰى وَسِتِّيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ اِلٰى خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَّسَبْعِيْنَ فَفِيْهَا اِبْنَتَا لَبُوْنٍ اِلٰى تِسْعِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ اِحْدٰى وَتِسْعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُوْقَتَا الْفَحْلِ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِيْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَفِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ فَاِذَا تَبَايَنَ اَسْنَانُ الْاِبِلِ فِيْ فَرَائِضِ

الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَإِنْ يَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ اِبْنَةُ لَبُوْنٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ مِنْ هٰهُنَا لَمْ اَضْبِطْهُ عَنْ مُوْسٰى كَمَا اُحِبُّ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُوْنٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ اِلاَّ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اِلٰى هٰهُنَا ثُمَّ اَتْقَنْتُهُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ اِبْنَةِ لَبُوْنٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ اِلاَّ اِبْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَشَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ اِبْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ اِلاَّ اِبْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ اِلاَّ أَرْبَعٌ فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ اِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِيْ سَائِمَةِ الْغَنَمِ اِذَا كَانَتْ أَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا شَاةٌ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِيْهَا شَاتَانِ اِلٰى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى مِائَتَيْنِ فَفِيْهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ اِلٰى أَنْ تَبْلُغَ ثَلٰثَ مِائَةٍ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى ثَلٰثِ مِائَةٍ فَفِيْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ شَاةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ وَلاَ تَيْسُ الْغَنَمِ اِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَاِنْ لَمْ تَبْلُغْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ أَرْبَعِيْنَ فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ اِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ فَاِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ اِلاَّ تِسْعِيْنَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ اِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهُ -

১৫৬৭। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ... হাম্মাদ (রহ) বলেন, আমি ছুমামা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আনাস (রা)-র নিকট থেকে একটি কিতাব (বা পত্র) সংগ্রহ করেছি। তিনি

(ছুমামা) ধারণা করেন যে, আবু বাকর সিদ্দীক (রা) (খলীফা হওয়ার পরে) এই পত্রখানা আনাস (রা)–কে (বাহ্‌রাইনে) যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণের সময় লিখেন। পত্রে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোহরাংকিত ছিল। তাতে লেখা ছিল, এটা ফরয যাকাতের ফিরিস্তি, যা আল্লাহ্‌র রাসূল মুসলমানদের উপর ধার্য করেছেন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে যার নির্দেশ করেছেন। যে মুসলমানের নিকট তা নিয়ম মাফিক চাওয়া হবে, সে তা প্রদান করবে। আর যার নিকট এর অধিক চাওয়া হবে সে তা দেবে না। পঁচিশটির কম সংখ্যক উটে প্রতি পাঁচটি উটের যাকাত হল একটি বক্‌রী। উটের সংখ্যা পঁচিশ হতে পঁয়ত্রিশের মধ্যে হলে এর যাকাত হবে একটি বিন্‌তু মাখাদ, অর্থাৎ এক বছর বয়সের মাদী উট। পালে যদি এই বয়সের মাদী উট না থাকে তবে একটি ইবনু লাবূন (যার বয়স দুই বছর পূর্ণ হয়ে তিন বছরে পড়বে) প্রদান করতে হবে। উটের সংখ্যা ছত্রিশ হতে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে হলে এর জন্য একটি "বিনতে লাবূন" (দুই বছরের মাদী উট) যাকাত স্বরূপ আদায় করতে হবে। উটের সংখ্যা ছেচল্লিশ হতে ষাটের মধ্যে হলে এর জন্য একটি গর্ভ ধারণের উপযোগী চার বৎসর বয়সের মাদী উট প্রদান করতে হবে। উটের সংখ্যা একষট্টি হতে পঁচাত্তরের মধ্যে হলে পাঁচ বৎসর বয়সের একটি মাদী উট যাকাত স্বরূপ দিতে হবে। উটের সংখ্যা ছিয়াত্তর হতে নব্বইর মধ্যে হলে এর জন্য দুই বৎসর বয়সের দুটি মাদী উট প্রদান করতে হবে। উটের সংখ্যা একানব্বই হতে একশ বিশের মধ্যে হলে এর জন্য গর্ভ ধারণে সক্ষম দুইটি (চার বছর বয়সের) মাদী উট দিতে হবে। উটের সংখ্যা একশত বিশের অধিক হলে (অতিরিক্ত) প্রত্যেক চল্লিশ উটের জন্য একটি করে দুই বছর বয়সের মাদী উট দিতে হবে এবং প্রত্যেক পঞ্চাশ উটের জন্য একটি চার বছর বয়সের মাদী উট দিতে হবে।

যাকাত আদায়কালে নির্দিষ্ট বয়সের উট না থাকলে অর্থাৎ কারো উটের সংখ্যা পাঁচ বছরের একটি মাদী উট প্রদানের সম–পরিমাণ হল, অথচ তার নিকট পাঁচ বছরের মাদী উট নাই , কিন্তু চার বছরের মাদী উট আছে — তখন তার নিকট হতে চার বছরের মাদী উট গ্রহণ করতে হবে এবং এর যাকাত প্রদাতা দুইটি বকরীও দেবে, যদি তা দেওয়া তার জন্য সহজ হয়, অন্যথায় বিশটি দিরহাম দিবে। অতঃপর যার উটের সংখ্যা চার বছরের মাদী উট প্রদানের সম–পরিমাণ হবে, কিন্তু তার নিকট চার বছর বয়সের মাদী উট নাই, অথচ পাঁচ বছর বয়সের মাদী উট আছে — এমতাবস্থায় তার নিকট হতে এটাই গ্রহণ করতে হবে এবং যাকাত উসুলকারী তাকে বিশটি দিরহাম বা দুইটি বক্‌রী প্রদান করবে। অতঃপর যার উটের সংখ্যা চার বছর বয়সের মাদী উট প্রদানের সমান হবে, অথচ তার নিকট চার বছর বয়সের মাদী উট নাই; কিন্তু তার নিকট দুই বছরের মাদী উট আছে — এমতাবস্থায় এটাই তার নিকট হতে গ্রহণ করতে হবে।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এখান থেকে আমি রাবী মূসার নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য আমার আশানুরূপ সঠিকভাবে স্মরণে রাখতে পারিনি ঃ "এবং মালিক এর সাথে

বিশটি দিরহাম বা দুইটি বকরী প্রদান করবে। অতঃপর যার উটের সংখ্যা দুই বছরের একটি মাদী উট প্রদানের সমপরিমাণ হবে অথচ তার নিকট চার বৎছর বয়ষের মাদী উট আছে , এমতাবস্থায় এটাই তার নিকট হতে গ্রহণ করতে হবে।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এ পর্যন্ত (আমি সন্দিহান), অতপর (সামনের অংশ) উত্তমরূপে স্মরণ রেখেছি ঃ "এবং যাকাত আদায়কারী ব্যক্তি মালিককে বিশ দিরহাম অথবা দুইটি বকরী প্রদান করবে। অতঃপর যার উটের সংখ্যা দুই বছর বয়সের একটি মাদী উট প্রদানের সমপরিমাণ হবে, অথচ তার নিকট মাত্র এক বছর বয়সের মাদী উট আছে, এমতাবস্থায় এটাই তার নিকট হতে গ্রহণ করতে হবে এবং এর সাথে দুটি বকরী অথবা বিশটি দিরহাম মালিকের নিকট হতে নিবে। অতঃপর যার উটের যাকাত এক বছর বয়সের মাদী উট প্রদানের সমতুল্য হবে, অথচ তার নিকট এটা নাই; কিন্তু তার নিকট দুই বছর বয়সের পুরুষ উট আছে; এমতাবস্থায় এটাই তার নিকট হতে গ্রহণ করতে হবে এবং এজন্য কাউকেও কিছু প্রদান করতে হবে না। অতঃপর যার উটের সংখ্যা হবে মাত্র চারটি, তার উপর কোন যাকাত নাই , কিন্তু যদি তার মালিক ইচ্ছা করে তবে দিতে পারে।"

বকরী (ভেড়ার) যাকাত ঃ চারণভূমিতে বিচরণকারী বকরীর সংখ্যা যখন চল্লিশ হতে একশত বিশের মধ্যে হবে, তখন এর জন্য একটি বকরী যাকাত দিতে হবে। অতঃপর যখন এর সংখ্যা একশত বিশ হতে দুইশতের মধ্যে হবে তখন এর জন্য দুইটি বকরী প্রদান করতে হবে। যখন বকরীর সংখ্যা দুইশত হতে তিন শতের মধ্যে হবে তখন এর জন্য তিনটি বকরী দিতে হবে। যখন তিন শতের অধিক হবে তখন প্রতি শতকের জন্য একটি বকরী প্রদান করতে হবে। যাকাত হিসাবে কোন ত্রুটিপূর্ণ বকরী অথবা বৃদ্ধ বকরী গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে নর ছাগলও যাকাত হিসাবে দেয়া যাবে না, তবে যদি যাকাত আদায়কারী তা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে।

যাকাত প্রদানের ভয়ে বিচ্ছিন্ন পশু একত্রিত এবং একত্রিত পশু বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। দুই শরীকের উপর যা যাকাত ধার্য হল তা তারা পরস্পরের সম্পতির ভিত্তিতে সমানভাবে আদায় করবে। যদি কোন ব্যক্তির বকরীর সংখ্যা চল্লিশ না হয় তবে তার যাকাত দিতে হবে না। অবশ্য যদি এর মালিক স্বেচ্ছায় প্রদান করে তবে ভাল।

রৌপ্যের যাকাতের পরিমাণ হল উশরের চার ভাগের একভাগ (অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ)। যদি কারও নিকট একশত নব্বই দিরহামের অধিক না থাকে তবে তার উপর কোন যাকাত নাই, তবে যদি এর মালিক স্বেচ্ছায় কিছু প্রদান করে তা স্বতন্ত্র কথা — (নাসাঈ, বুখারী, ইবন্ মাজা, দারু কুতনী)।

١٥٦٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَتَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ اِلٰى عُمَّاله حَتّٰى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِه فَعَمِلَ بِه اَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى قُبِضَ ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتّٰى قُبِضَ فَكَانَ فِيْهِ فِىْ خَمْسٍ مِّنَ الْاِبِلِ شَاةٌ وَفِىْ عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِىْ خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِىْ عِشْرِيْنَ اَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِىْ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ اِبْنَةُ مَخَاضٍ اِلٰى خَمْسٍ وَّثَلَاثِيْنَ فَاِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا اِبْنَةُ لَبُوْنٍ اِلٰى خَمْسٍ وَّاَرْبَعِيْنَ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا حِقَّةٌ اِلٰى سِتِّيْنَ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ اِلٰى خَمْسٍ وَّسَبْعِيْنَ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا اِبْنَتَا لَبُوْنٍ اِلٰى تِسْعِيْنَ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاِنْ كَانَتِ الْاِبِلُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَفِىْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ وَفِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ اِبْنَةُ لَبُوْنٍ وَفِى الْغَنَمِ فِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَشَاتَانِ اِلٰى مِائَتَيْنِ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيْهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ اِلٰى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَاِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَفِىْ كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَلَيْسَ فِيْهَا شَىْءٌ حَتّٰى تَبْلُغَ الْمِائَةَ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَاِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ قَالَ وَقَالَ الزُّهْرِىُّ اِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِمَتِ الشَّاءُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا شِرَارًا وَثُلُثًا خِيَارًا وَثَلَاثًا وَسْطًا فَاَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسْطِ وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِىُّ الْبَقَرَ -

১৫৬৮। আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ... সালেম (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (বিভিন্ন এলাকার) যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তাদের নিকট পত্র লিখে তা প্রেরণের পূর্বেই ইন্তিকাল করেন। তিনি নির্দেশনামাখানি নিজের তরবারির সাথে লাগিয়ে রেখেছিলেন। অতঃপর হযরত আবু বাক্র (রা) (খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর) মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অতঃপর হযরত উমার (রা) – ও মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তদনুযায়ী আমল করেন। উক্ত পত্রের বিষয়বস্তু হল ঃ

পাঁচটি উটের যাকাত হল একটি বক্‌রী, এবং দশটি উটের যাকাত হল দুটি বক্‌রী, পনরটি উটের জন্য তিনটি, বিশ্‌টির জন্য চারটি, পঁচিশের জন্য এক বছর বয়সের একটি মাদী উট এবং তা পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত। অতঃপর একটি বৃদ্ধি হলে অর্থাৎ ছত্রিশ হতে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত সংখ্যক উটের জন্য একটি দুই বছর বয়সের মাদী উট প্রদান করতে হবে। যখন এর উপর একটি বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ ছেচল্লিশ হতে ষাট পর্যন্ত উটের সংখ্যার জন্য গর্ভধারণক্ষম চার বছর বয়সের একটি মাদী উট যাকাত দিতে হবে। যদি এর উপর একটি বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ একষট্টি হতে পঁচাত্তর পর্যন্ত উটের সংখ্যার জন্য পাঁচ বছর বয়সের একটি মাদী উট দিতে হবে। যখন এর সংখ্যা একটি বৃদ্ধি হবে, অর্থাৎ উটের সংখ্যা ছিয়াত্তর হতে নব্বই হলে এর জন্য দুটি দুই বছর বয়সের মাদী উট দিতে হবে। অতঃপর যদি এর উপর একটি বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ একানব্বই হতে একশত বিশটি উট হলে গর্ভধারণ উপযোগী দুটি চার বছর বয়সের মাদী উট দিতে হবে। অতঃপর উটের সংখ্যা যদি তারও অধিক হয় তবে প্রত্যেক পঞ্চাশের জন্য একটি চার বছর বয়সের মাদী উট প্রদান করতে হবে এবং প্রত্যেক চল্লিশ উটের জন্য একটি দুই বছর বয়সের মাদী উট দিতে হবে।

বক্‌রীর ক্ষেত্রে চল্লিশ হতে একশত বিশ্‌টি বক্‌রীর যাকাত হল একটি বক্‌রী। যদি এর উপর একটি বৃদ্ধি হয়, তবে দুইশত পর্যন্ত দুইটি বক্‌রী দিতে হবে। এর উপর একটি বৃদ্ধি হলে তিনশত পর্যন্ত তিনটি বক্‌রী প্রদান করতে হবে। বক্‌রীর সংখ্যা এর অধিক হলে প্রত্যেক শতের জন্য একটি বক্‌রী প্রদান করতে হবে এবং একশত পূর্ণ না হলে এর উপর যাকাত দিতে হবে না। যাকাত প্রদানের ভয়ে বিচ্ছিন্নকে একত্রিত ও একত্রিতকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না এবং দুই শরীকের উপর যে যাকাত নির্ধারিত হবে তা তারা পরস্পর সমান অংশে প্রদান করবে। যাকাত গ্রহণকারী যাকাত বাবদ বৃদ্ধ পশু গ্রহণ করবে না এবং ত্রুটিযুক্ত পশুও গ্রহণ করবে না।

রাবী সুফিয়ান বলেন ঃ ইমাম যুহরী (রহ) বলেছেন — যাকাত আদায়কারী উপস্থিত হলে বক্‌রীসমূহ তিনভাগে বিভক্ত করবে। একভাগে নিকৃষ্টগুলি, একভাগে উত্তমগুলি এবং অপর ভাগে মধ্যম শ্রেণীরগুলি। যাকাত আদায়কারী মধ্যম শ্রেণীর অংশ হতে যাকাত গ্রহণ করবে। ইমাম যুহরী (রহ) গরু সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেন নাই - - (ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)।

١٥٦٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الْوَاسِطِىُّ اَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فَاِنْ لَّمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُوْنٍ وَلَمْ يَذْكُرْ كَلاَمَ الزُّهْرِىِّ -

১৫৬৯। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) ... সুফিয়ান ইবন হুসায়েন (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনায় আরো আছে ঃ যদি এক বছর বয়সের মাদী উট না থাকে তবে দুই বছর বয়সের নর উট দিতে হবে। তিনি এই বর্ণনায় ইমাম যুহ্‌রীর কথা উল্লেখ করেন নাই।

١٥٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ اَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ هٰذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِىْ كَتَبَهُ فِى الصَّدَقَةِ وَهِىَ عِنْدَ اٰلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَقْرَاَنِيْهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَوَعَيْتُهَا عَلٰى وَجْهِهَا وَهِىَ الَّتِىْ انْتَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ فَاِذَا كَانَتْ احْدٰى وَعِشْرِيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا ثَلٰثُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ وَمِائَةً وَاِذَا كَانَتْ ثَلٰثِيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا بِنْتَا لَبُوْنٍ وَحِقَّةٌ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلٰثِيْنَ وَمِائَةً فَاِذَا كَانَتْ اَرْبَعِيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُوْنٍ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَاَرْبَعِيْنَ وَمِائَةً فَاِذَا كَانَتْ خَمْسِيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا ثَلاَثُ حِقَاقٍ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِيْنَ وَمِائَةً فَاِذَا كَانَتْ سِتِّيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا اَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّيْنَ وَمِائَةً فَاِذَا كَانَتْ سَبْعِيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا ثَلاَثُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ وَحِقَّةٌ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِيْنَ وَمِائَةً فَاِذَا كَانَتْ ثَمَانِيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا حِقَّتَانِ وَابْنَتَا لَبُوْنٍ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِيْنَ وَمِائَةً فَاِذَا كَانَتْ تِسْعِيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا ثَلاَثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُوْنٍ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِيْنَ وَمِائَةً فَاِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيْهَا اَرْبَعُ حِقَاقٍ اَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ اَىُّ السِّنِّيْنَ وُجِدَتْ اُخِذَتْ وَفِىْ سَائِمَةِ الْغَنَمِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ وَفِيْهِ وَلاَ يُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَّلاَ ذَاتُ عَوَارٍ مِّنَ الْغَنَمِ وَلاَ تَيْسُ الْغَنَمِ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ الْمُصَدِّقُ -

১৫৭০। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র) ... ইবন শিহাব (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন এটা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যাকাতের নির্দেশনামা যা তিনি যাকাত

সম্পর্কে লিখিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে এই নির্দেশনামাটি হযরত উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা)-র বংশধরগণের নিকট সংরক্ষিত ছিল। রাবী ইব্ন শিহাব বলেন ঃ

সালেম ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) আমার নিকট তা পাঠ করেন এবং আমি তৎক্ষণাৎ তা হুবহু মুখস্ত করি। এটা ঐ নির্দেশনামা যা উমার ইব্ন আব্দুল আযীয (রহ) আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার এবং সালেম ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার (রা)-র নিকট হতে কপি করিয়ে নিয়েছিলেন। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীছের বর্ণনা প্রসংগে বলেন, যখন উটের সংখ্যা একশত একুশ হতে একশত উনত্রিশটি হবে তখন এর যাকাত বাবদ দুই বছর বয়সের তিনটি মাদী উট দিতে হবে। অতঃপর উটের সংখ্যা একশত ত্রিশ হতে একশত উনচল্লিশের মধ্যে হলে এর জন্য দুইটি দুই বছর বয়সের মাদী উট এবং তিন বছর বয়সের একটি মাদী উট প্রদান করতে হবে। উটের সংখ্যা একশত চল্লিশ হতে একশত উনপঞ্চাশ হলে এর জন্য তিন বছর বয়সের দুটি ও দুই বছর বয়সের একটি মাদী উট দিতে হবে। উটের সংখ্যা একশত পঞ্চাশ হতে একশত উনষাট হলে এর জন্য তিন বছর বয়সের তিনটি মাদী উট দিতে হবে। অতঃপর উটের সংখ্যা একশত ষাট হতে একশত উনসত্তর হলে এর জন্য দুই বছর বয়সের চারটি মাদী উট প্রদান করতে হবে। উটের সংখ্যা একশত সত্তর হতে একশত উনআশী হলে এর জন্য দুই বছর বয়সের তিনটি ও তিন বছর বয়সের একটি মাদী উট দিতে হবে। উটের সংখ্যা একশত আশি হতে একশত উনানব্বই হলে এর জন্য তিন বছর বয়সের দুইটি এবং দুই বছর বয়সের দুইটি উট প্রদান করতে হবে। উটের সংখ্যা একশত নব্বই হতে একশত নিরানব্বই হলে এর জন্য তিন বছর বয়সের তিনটি এবং দুই বছর বয়সের একটি উট দিতে হবে। অতঃপর উটের সংখ্যা দুইশত হলে এর জন্য তিন বছর বয়সের চারটি অথবা দুই বছর বয়সের পাঁচটি মাদী উট দিতে হবে এবং এই দুইটির মধ্যে যেটি সহজলভ্য হবে তাই নেওয়া হবে।

বকরীর যাকাত সম্পর্কে রাবী সুফিয়ান ইব্ন হুসায়নের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে আরো উল্লেখ আছে ঃ বৃদ্ধা এবং ত্রুটিপূর্ণ বকরী যাকাত হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় এবং নর ছাগলও যাকাত হিসাবে দেওয়া যাবে না, তবে যাকাত আদায়কারী যদি তা গ্রহণ করতে সম্মত হয় তবে কোন আপত্তি নাই।

١٥٧١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَالَ مَالِكٌ وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ هُوَ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ أَرْبَعُونَ شَاةً فَإِذَا أَظَلَّهُمُ الْمُصَدِّقُ جَمَعُوهَا لِئَلاَّ يَكُونَ فِيهَا إِلاَّ شَاةٌ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا

فِيْهَا ثَلٰثَ شِيَاهٍ فَاذَا اَظَلَّهُمَا الْمُصَدِّقُ فَرَّقَا عَنْهُمَا فَلَمْ يَكُنْ عَلٰى وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اِلاَّ شَاةٌ فَهٰذَا الَّذِىْ سَمِعْتُ فِىْ ذٰلِكَ ـ

১৫৭১। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) বলেন, -ইমাম মালেক (রহ) বলেছেন — উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, বিচ্ছিন্নভাবে বিচরণকারী পশুকে একত্রিত এবং একত্রে অবস্থানকারী পশুকে বিচ্ছিন্ন করে যাকাত দেওয়া বা নেওয়া যাবে না। যেমন দুইজন মালিকের পৃথক পৃথকভাবে চল্লিশটি করে বক্‌রী আছে। এমতাবস্থায় যাকাত আদায়কারী তাদের নিকট উপস্থিত হলে তারা দুইজনের বকরী একত্রিত করল যাতে একটির অধিক বক্‌রী যাকাত দিতে না হয় (অবশ্য পৃথকভাবে যাকাত ধার্য করলে দুইটি বক্‌রী যাকাত হিসাবে দিতে হত)। অনন্তর একত্রিত পশুকে পৃথক করা যাবে না। যেমন দুই যৌথ মালিকের প্রত্যেকের একশত একটি করে বক্‌রী আছে। এমতাবস্থায় (মোট বক্‌রীর সংখ্যা দুইশত দুইটি হওয়ার কারণে) তাদের উপর তিনটি বক্‌রী যাকাত ধার্য হবে। অতপর যখন যাকাত আদায়কারী তাদের নিকট এলো তখন তারা নিজেদের বক্‌রীগুলো পৃথক করে নিল। ফলে মাত্র দুইটি বক্‌রী যাকাত হিসাবে তাদের উপর ধার্য হবে। রাবী বলেন, এর ব্যাখ্যা আমি এইরূপ শুনেছি।

١٥٧٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ نَا زُهَيْرٌ نَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَعَنِ الْحَارِثِ الْاَعْوَرِ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ زُهَيْرٌ اَحْسِبُهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ هَاتُوْا رُبُعَ الْعُشُوْرِ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَىْءٌ حَتّٰى تَتِمَّ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَاِذَا كَانَتْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلٰى حِسَابِ ذٰلِكَ وَفِى الْغَنَمِ فِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ اِلاَّ تِسْعًا وَثَلٰثُوْنَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيْهَا شَىْءٌ وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِىِّ قَالَ وَفِى الْبَقَرِ فِىْ كُلِّ ثَلٰثِيْنَ تَبِيْعٌ وَفِى الْاَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَىْءٌ وَفِى الْاِبِلِ فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِىُّ قَالَ وَفِىْ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ خَمْسَةٌ مِّنَ الْغَنَمِ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيْهَا اِبْنَةُ مَخَاضٍ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ اِبْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٌ اِلٰى خَمْسٍ وَثَلٰثِيْنَ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ اِلٰى خَمْسٍ وَاَرْبَعِيْنَ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوْقَةُ الْجَمَلِ اِلٰى سِتِّيْنَ ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ

حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً يَعْنِىْ وَاحِدَةً وَتِسْعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُقَتَا الْجَمَلِ اِلَىٰ عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاِنْ كَانَتِ الْاِبِلُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَفِىْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَلَا يُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَفِى الْنَبَاتِ مَا سَقَتْهُ الْاَنْهَارُ اَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَمَا سُقِىَ بِالْغَرْبِ فَفِيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَفِىْ حَدِيْثِ عَاصِمٍ وَالْحَارِثِ الصَّدَقَةُ فِىْ كُلِّ عَامٍ قَالَ زُهَيْرٌ اَحْسِبُهُ قَالَ مَرَّةً وَفِىْ حَدِيْثِ عَاصِمٍ اِذَا لَمْ يَكُنْ فِى الْاِبِلِ اِبْنَةُ مَخَاضٍ وَلَا ابْنُ لَبُوْنٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ اَوْ شَاتَانِ ـ

১৫৭২। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ আন-নুফায়লী (র) ... আলী (রা) হতে বর্ণিত। রাবী যুহায়ের বলেন, আমার ধারণা এই হাদীছ নবী করীম (স) হতে বর্ণিত। তিনি (স) বলেন ঃ তোমরা প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম যাকাত আদায় করবে এবং দুইশত দিরহাম পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের প্রতি কিছুই যাকাত নাই। দুইশত দিরহাম পূর্ণ হলে এর যাকাত হবে পাঁচ দিরহাম এবং এর অতিরিক্ত হলে তার যাকাত উপরোক্ত হিসাবে প্রদান করতে হবে।

বক্‌রীর যাকাত হিসাবে — প্রতি চল্লিশটি বকরীর জন্য একটি বক্‌রী দিতে হবে। যদি বক্‌রীর সংখ্যা উনচল্লিশটি হয় তবে যাকাত হিসাবে তোমার উপর কিছু ওয়াজিব নয়। রাবী (আবু ইস্‌হাক) বক্‌রীর যাকাত সম্পর্কে ইমাম যুহরীর বর্ণিত উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

রাবী ইসহাক গরুর যাকাত সম্পর্কে বলেন ঃ প্রত্যেক ত্রিশটি গরুর জন্য যাকাত হিসাবে একটি এক বছর বয়সের বাচ্চা দিতে হবে এবং গরুর সংখ্যা চল্লিশ হলে দুই বছর বয়সের একটি বাচ্চা দিতে হবে এবং কর্মে নিয়োজিত গরুর উপর কোন যাকাত নাই। তিনি উটের যাকাত সম্পর্কে ইমাম যুহরীর অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন ঃ পঁচিশটি উটের জন্য পাঁচটি বক্‌রী যাকাত দিতে হবে। উটের সংখ্যা ছাব্বিশ হতে পঁয়ত্রিশটির মধ্যে হলে এর যাকাত হিসাবে এক বছর বয়সের একটি মাদী উট দিতে হবে। যদি মাদী উট না থাকে তবে দুই বছর বয়সের একটি পুরুষ উট দিতে হবে। উটের সংখ্যা ছত্রিশ হতে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে হলে এর জন্য দুই বছর বয়সের একটি মাদী উট দিতে হবে। উটের সংখ্যা ছেচল্লিশ হতে ষাট হলে গর্ভধারণের উপযোগী একটি চার বছর বয়সের মাদী উট প্রদান করতে হবে। অতঃপর রাবী ইমাম যুহরীর হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। উটের সংখ্যা

একানব্বই হতে একশত বিশ হলে এর যাকাত স্বরূপ গর্ভধারণের উপযোগী চার বছর বয়সের দুইটি উট দিতে হবে। অতঃপর উটের সংখ্যা এর অধিক হলে প্রতি পঞ্চাশ উটের জন্য চার বছর বয়সের একটি মাদী উট প্রদান করতে হবে। যাকাত দেওয়ার ভয়ে একত্রে বিচরণকারী উটগুলিকে বিচ্ছন্ন করা এবং বিচ্ছিন্নভাবে বিচরণকারী উটকে একত্রিত করা যাবে না। যাকাত হিসাবে বৃদ্ধ ও ত্রুটিপূর্ণ উট গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য যাকাত আদায়কারী ইচ্ছা করলে তা গ্রহণ করতে পারে।

যে সমস্ত কৃষিভূমি প্রাকৃতিক নিয়মে বৃষ্টি অথবা নদীর পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয়, তার ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসাবে প্রদান করতে হবে। আর যা সেচ যন্ত্রের দ্বারা সিঞ্চিত হয়, তার জন্য বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে।

রাবী আসেম ও হারীছের বর্ণনামতে প্রতি বছরই যাকাত দিতে হবে। রাবী আসেমের হাদীছে আরো উল্লেখ আছে যে, যদি এক বছর বয়সী মাদী উট অথবা দুই বছর বয়সী নর উট না থাকে তবে এর পরিবর্তে দশ দিরহাম অথবা দুইটি বকরী (ছাগল) প্রদান করতে হবে।

١٥٧٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ وَسُمِّيَ اٰخَرَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ الْاَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ اَوَّلِ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَاِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِيْ فِي الذَّهَبِ حَتّٰى يَكُوْنَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا فَاِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا نِصْفُ دِيْنَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذٰلِكَ قَالَ فَلَا اَدْرِيْ اَعَلِيٌّ يَقُوْلُ فَبِحِسَابِ ذٰلِكَ اَوْ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِيْ مَالٍ زَكٰوةٌ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ اِلَّا اَنَّ جَرِيْرًا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَزِيْدُ فِي الْحَدِيْثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيْ مَالٍ زَكٰوةٌ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ـ

১৫৭৩। সুলায়মান ইব্ন দাউদ আল্ – মাহরী (র) ... হযরত আলী (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। এতে পূর্বোক্ত হাদীছের কিছু অংশ আছে। তিনি (স) বলেন ঃ যদি তোমার নিকট এক বছরের জন্য দুইশত দিরহাম থাকে, তবে বৎসরান্তে এর জন্য পাঁচ দিরহাম যাকাত দিতে হবে। বিশ দীনারের কম পরিমাণ স্বর্ণে

যাকাত ওয়াজিব নয়। অতঃপর যদি কোন ব্যক্তির নিকট বিশ দীনার পরিমাণ স্বর্ণ এক বছর পর্যন্ত থাকে তবে এর জন্য অর্ধ-দীনার যাকাত দিতে হবে। আর যদি এর পরিমাণ আরো বেশী হয় তবে উক্ত হিসাব অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে। রাবী বলেন ঃ এর চাইতে অধিক হলে উক্ত হিসাব অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে — এই বাক্যটি হযরত আলী (রা)-র না রাসূলুল্লাহ্ (স) -এর তা আমার জানা নাই। কোন মালের উপর এক বছর পূর্ণ না হলে তার জন্য যাকাত ওয়াজিব নয়।

রাবী ইবন ওহাবের বর্ণনায় আরো আছে , নবী করীম (স) বলেন ঃ যে মালের উপর এক বছর পূর্ণ হয় না তার কোন যাকাত নাই -- (ইবন মাজা)।

١٥٧٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ فَهَاتُوْا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَلَيْسَ فِىْ تِسْعِيْنَ وَمِائَةٍ شَىْءٌ فَاِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ كَمَا قَالَ اَبُوْ عَوَانَةَ وَرَوَاهُ شَيْبَانُ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَرَوٰى حَدِيْثَ النُّفَيْلِىِّ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَغَيْرُهُمَا عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِىٍّ لَمْ يَرْفَعُوْهُ -

১৫৭৪। আমর ইবন আওন (র) ... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ ঘোড়া ও দাস-দাসীর যাকাত মাফ করা হয়েছে এবং প্রতি চল্লিশ তোলা রৌপ্যের যাকাত হল এক দিরহাম বা এক তোলা। আর একশত নিরানব্বই তোলা পর্যন্ত রৌপ্যে কোন যাকাত নাই। অতঃপর রৌপ্যের পরিমাণ দুইশত তোলা হলে পাঁচ দিরহাম পরিমাণ যাকাত দিতে হবে (প্রতি চল্লিশ তোলায় এক তোলা হিসাবে) ।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, এই হাদীছ আবু আওয়ানার মত আ'মাশও রাবী আবু ইসহাক হতে বর্ণনা করেছেন। শাইবান আবু মুআবিয়া ও ইবরাহীম ইবন তাহমান (রহ) আবু ইসহাকের সূত্রে, তিনি আল-হারিসের সূত্রে-তিনি আলী (রা)-র সূত্রে এবং তিনি মহানবী (স) -এর নিকট থেকে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। নুফায়লীর সূত্রে বর্ণিত হাদীছ শোবা, সুফিয়ান প্রমুখ আবু ইসহাকের সূত্রে, তিনি আসিমের সূত্রে, তিনি আলী (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু মারফূ সূত্রে নয় — (তিরমিযী, ইবন মাজা, নাসাঈ)।

١٥٧٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ اَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْ كُلِّ سَائِمَةِ اِبِلٍ فِيْ اَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَلاَ يُفَرَّقُ اِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ اَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا قَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ اَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَاِنَّا اٰخِذُوْهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لِاٰلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ

১৫৭৫। মূসা ইব্‌ন ইস্‌মাঈল (র) ... বাহ্‌য ইব্‌ন হাকীম (রহ) থেকে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ প্রতি চল্লিশটি ছাড়া উটের যাকাত একটি দুই বছর বয়সী মাদী উট। যে ব্যক্তি ছাওয়াব প্রাপ্তির আশা রাখে সে যেন একত্রে বিচরণকারী উটকে বিচ্ছিন্ন না করে।

রাবী ইবনুল আলার বর্ণনায় আছে ঃ যে ব্যক্তি ছাওয়াবের আশা রাখে, সে অবশ্যই তা প্রাপ্ত হবে। যে ব্যক্তি যাকাত প্রদানে বিরত থাকে, আমি তা (যাকাত) তার নিকট হতে আদায় করব এবং যাকাত না দেওয়ার শাস্তিস্বরূপ তার অর্ধেক মাল জরিমানা হিসাবে নিয়ে নিব। কেননা এই যাকাত মহান আল্লাহ রব্বুল আলমীনের প্রাপ্য। আর মুহাম্মাদ (স)-এর বংশধরগণের জন্য এতে কোন অংশ নাই - - (নাসাঈ)।

١٥٧٦- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ مُعَاذٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَّهَهُ اِلَى الْيَمَنِ اَمَرَهُ اَنْ يَّاْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِيْنَ تَبِيْعًا اَوْ تَبِيْعَةً وَمِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ يَعْنِيْ مُحْتَلِمًا دِيْنَارًا اَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ ثِيَابٌ تَكُوْنُ بِالْيَمَنِ -

১৫৭৬। আন-নুফায়লী (র) ... মুআয (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে য়ামনে প্রেরণের সময় এইরূপ নির্দেশ দেন যে, প্রতি ত্রিশটি বকরীর জন্য একটি বকরী যাকাত হিসাবে গ্রহণ করবে। আর প্রতি চল্লিশটি বকরীর জন্য একটি দুই বছর বয়সী বকরী যাকাত হিসাবে গ্রহণ করবে এবং যিম্মী হলে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির নিকট হতে (কর হিসাবে) এক দীনার অথবা তার সমপরিমাণ মূল্যের কাপড়, যা য়ামনে তৈরী হয় — গ্রহণ করবে - - (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٥٧٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَالنُّفَيْلِىُّ وَابْنُ الْمُثَنّٰى قَالُوْا نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ـ

১৫৭৭। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... হযরত মুআয (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীছের অপুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥٧٨- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى الزَّرْقَاءِ نَا اَبِىْ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ لَمْ يَذْكُرْ ثِيَابًا تَكُوْنُ بِالْيَمَنِ وَلاَ ذَكَرَ يَعْنِىْ مُحْتَلِمًا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ جَرِيْرٌ وَ يَعْلٰى وَمَعْمَرٌ وَشُعْبَةُ وَاَبُوْ عَوَانَةَ وَيَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ يَعْلٰى وَمَعْمَرٌ عَنْ مُعَاذٍ مِثْلَهُ ـ

১৫৭৮। হারূন ইব্ন যায়েদ (র) ... মুআয ইব্ন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে য়ামনে প্রেরণ করেন। অতঃপর উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই বর্ণনায় য়ামনে তৈরী কাপড়ের বিষয় উল্লেখ নাই এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের সম্পর্কে কিছু বর্ণনা নাই।

আবু দাউদ (রহ) বলেন, জারীর, ইয়ালা ... মুআয (রা) হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٥٧٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ مَيْسَرَةَ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ سِرْتُ اَوْ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَنْ سَارَ مَعَ مُصَدِّقِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لاَ تَاْخُذْ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ وَلاَ تُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ تُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَكَانَ اِنَّمَا يَاْتِى الْمِيَاهَ حِيْنَ تَرِدُ الْغَنَمُ فَيَقُوْلُ اَدُّوْا صَدَقَاتِ اَمْوَالِكُمْ قَالَ فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ اِلٰى نَاقَةٍ كَوْمَاءَ قَالَ قُلْتُ يَا اَبَا صَالِحٍ مَاالْكَوْمَاءُ قَالَ عَظِيْمَةُ السَّنَامِ قَالَ فَاَبٰى اَنْ يَقْبَلَهَا قَالَ

اِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ تَاْخُذَ خَيْرَ اِبِلِىْ قَالَ فَاَبٰى اَنْ يَّقْبَلَهَا قَالَ فَخَطَمَ لَهُ اُخْرٰى دُوْنَهَا فَاَبٰى اَنْ يَّقْبَلَهَا ثُمَّ خَطَمَ لَهُ اُخْرٰى دُوْنَهَا فَتَقَبَّلَهَا وَقَالَ اِنِّىْ اٰخُذُهَا وَاَخَافُ اَنْ يَّجِدَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لِىْ عَمَدْتَّ اِلٰى رَجُلٍ فَتَخَيَّرْتَ عَلَيْهِ اِبِلَهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ هُشَيْمٌ عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ نَحْوَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ لاَ يُفَرَّقُ -

১৫৭৯। মুসাদ্দাদ (র) ... সুওয়ায়েদ ইব্‌ন গাফালাহ্ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বয়ং সফর করেছি অথবা তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নবী (স)–এর যাকাত আদায়কারীর সাথে সফর করেছেন তিনি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তার নিকট নবী করীম (স)–এর একখানি পত্র আছে যাতে লিখিত ছিল ঃ দুগ্ধপোষ্য বাচ্চার যাকাত গ্রহণ করবে না এবং বিচ্ছিন্নভাবে বিচরণকারী পশুকে একত্রিত করবে না এবং একত্রে বিচরণকারী পশুকেও বিচ্ছিন্ন করবে না।

রাবী বলেন, রাসূলাল্লাহ্ (স)–এর যাকাত উসুলকারী কর্মকর্তা মেষ পালের পানি পান করাবার স্থানে উপস্থিত থাকতেন এবং বলতেন ঃ তোমরা তোমাদের মালের যাকাত প্রদান কর। অতঃপর তাদের এক ব্যক্তি একটি 'কাওমা' যাকাতস্বরূপ দিতে চাইল। রাবী বলেন, আমি তাকে (মায়সারাকে) জিজ্ঞাসা করি, কাওমা কাকে বলে? তিনি বলেন, তা হল উঁচু কুঁজ বিশিষ্ট উষ্ট্রী। যাকাত আদায়কারী তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। উটের মালিক বলল, আমি পছন্দ করি যে, আপনি আমার উত্তম মাল যাকাত হিসাবে গ্রহণ করবেন। এতদসত্ত্বেও যাকাত উসুলকারী তা গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করে কেননা নবী করীম (স) উত্তম মাল যাকাত হিসাবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেন । অতঃপর সে ব্যক্তি অপর একটি উট (সামান্য নিম্ন মানের) টেনে আনলে যাকাত উসুলকারী তাও গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। অতঃপর সে ব্যক্তি অপর একটি উট (আরও নিম্ন মানের) টেনে তার সম্মুখে পেশ করলে সে তা কবুল করে এবং বলে, আমি এটা গ্রহণ করলাম। অতঃপর তিনি আরো বলেন, আমি এজন্য ভয় করছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) আমার উপর এজন্য রাগান্বিত হতে পারেন যে, তুমি এক ব্যক্তির উত্তম উট যাকাত হিসাবে কেন গ্রহণ করলে?-- (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٥٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ نَا شَرِيْكٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ لَيْلَى الْكِنْدِىِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ اَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخَذْتُ بِيَدِهِ وَقَرَأْتُ فِىْ عَهْدِهِ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَّلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ رَاضِعَ لَبَنٍ -

১৫৮০। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাব্বাহ (র) ... সুওয়ায়েদ ইব্‌ন গাফালা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যাকাত উসুলকারী জনৈক ব্যক্তি আমাদের নিকট এলে আমি তাঁর সাথে মোসাফাহা করি। অতঃপর আমি তাঁর নিকট যাকাত সম্পর্কীয় যে নির্দেশনামা ছিল তাতে এই বিষয়টি পাঠ করি ঃ যাকাত আদায়ের ভয়ে তোমরা বিচ্ছিন্নভাবে বিচরণকারী পশুকে একত্রিত করবে না এবং একত্রে বিচরণকারীদের বিচ্ছিন্ন করবে না এবং তাতে দুগ্ধপোষ্য বাচ্চার যাকাত সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ ছিল না।

١٥٨١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا وَكِيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اِسْحٰقَ الْمَكِّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ الْيَشْكُرِيِّ قَالَ الْحَسَنُ رَوْحٌ يَقُوْلُ مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ اسْتَعْمَلَ نَافِعُ بْنُ عَلْقَمَةَ اَبِيْ عَلٰى عِرَافَةِ قَوْمِهٖ فَاَمَرَهُ اَنْ يُّصَدِّقَهُمْ قَالَ فَبَعَثَنِيْ اَبِيْ فِيْ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاَتَيْتُ شَيْخًا كَبِيْرًا يُقَالُ لَهُ سِعْرُ بْنُ دَيْسَمٍ فَقُلْتُ اِنَّ اَبِيْ بَعَثَنِيْ اِلَيْكَ يَعْنِيْ لِاُصَدِّقَكَ قَالَ ابْنُ اَخِيْ وَاَيَّ نَحْوٍ تَاْخُذُوْنَ قُلْتُ نَخْتَارُ حَتّٰى اِنَّا نُبَيِّنُ ضُرُوْعَ الْغَنَمِ قَالَ ابْنَ اَخِيْ فَاِنِّيْ اُحَدِّثُكَ اِنِّيْ كُنْتُ فِيْ شِعْبٍ مِّنْ هٰذِهِ الشِّعَابِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَنَمٍ لِّيْ فَجَاءَنِيْ رَجُلَانِ عَلٰى بَعِيْرٍ فَقَالاَ لِيْ اِنَّا رَسُوْلاَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ فَقُلْتُ مَا عَلَيَّ فِيْهَا فَقَالاَ شَاةٌ فَعَمَدْتُ اِلٰى شَاةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةً مَحْضًا وَشَحْمًا اَخْرَجْتُهَا اِلَيْهِمَا فَقَالاَ هٰذِهِ شَاةُ الشَّافِعِ وَقَدْ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَّاْخُذَ شَافِعًا قُلْتُ فَاَيُّ شَيْءٍ تَاْخُذَانِ قَالاَ عَنَاقًا جَذَعَةً اَوْ ثَنِيَّةً قَالَ فَاَعْمِدُ اِلٰى عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ وَالْمُعْتَاطُ الَّتِيْ لَمْ تَلِدْ وَلَدًا اَوْ قَدْ حَانَ وِلاَدُهَا فَاَخْرَجْتُهَا اِلَيْهِمَا فَقَالاَ نَاوِلْنَاهَا فَجَعَلاَهَا مَعَهُمَا عَلٰى بَعِيْرِهِمَا ثُمَّ انْطَلَقَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْ عَاصِمٍ رَوَاهُ عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ اَيْضًا مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ كَمَا قَالَ رَوْحٌ -

১৫৮১। আল্‌-হাসান ইব্‌ন আলী (র) ... মুসলিম ইব্‌ন ছাফিনাহ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাফে ইব্‌ন আল্‌কামা আমার পিতাকে তাঁর গোত্রের যাকাত উসুলকারী হিসাবে নিয়োগ করেন এবং তাঁকে এই নির্দেশ দান করেন, তুমি তাদের নিকট হতে যাকাত

উসুল করবে। অতঃপর আমার পিতা আমাকে একদল লোকের সাথে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন। ঐ সময় আমি সির নামক এক বৃদ্ধের নিকট যাকাত আদায়ের জন্য গমন করি এবং আমি তাকে বলি, আমার পিতা আমাকে আপনার নিকট হতে যাকাত গ্রহণের জন্য পাঠিয়েছেন। তখন তিনি বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি কি নিয়মে যাকাত গ্রহণ করবে? আমি বলি, আমি লোকদের নিকট হতে উত্তম মাল গ্রহণ করব। এমনকি আমি দুগ্ধবতী ছাগীও যাকাত হিসাবে নেব। তিনি বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগেও বকরীসহ এই উপত্যকায় বসবাস করতাম। ঐ সময় একদা দুই ব্যক্তি উটের পিঠে সওয়ার হয়ে আমার নিকট এসে বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতিনিধি এবং আপনার নিকট হতে বকরীর যাকাত উসুল করতে এসেছি। তখন আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি যে, আমার উপর কি দেওয়া ওয়াজিব? তাঁরা বলেন, একটি বকরী। তখন আমি তাঁদেরকে এমন একটি বকরী দিতে চাই, যা হৃষ্টপুষ্ট ও দুগ্ধবতী ছিল। আমি তা তাদের সম্মুখে পেশ করলে তাঁরা বলেন, এটা বাচ্চাওয়ালা বকরী এবং নবী করীম (স) এরূপ বকরী যাকাত হিসাবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তখন আমি তাঁদের নিকট জিজ্ঞাসা করি, আপনারা কিরূপ বকরী গ্রহণ করবেন? তাঁরা বলেন, আমরা এক অথবা দুই বছর বয়সী বকরী গ্রহণ করব। আমি তাদের সম্মুখে এমন একটি বকরী আনি যা তখনও বাচ্চা প্রসব না করলেও বাচ্চা ধারণের উপযোগী হয়েছে। তাঁরা এটাকে তাদের উটের সাথে একত্রে নিয়ে যান -- (নাসাঈ)।

١٥٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ نَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحٰقَ بِاِسْنَادِهِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ فِيْهِ وَالشَّافِعُ الَّتِيْ فِيْ بَطْنِهَا الْوَلَدُ قَالَ دَاوُدُ وَقَرَأْتُ فِيْ كِتَابِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَالِمٍ بِحِمْصَ عِنْدَ اٰلِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْحِمْصِيِّ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ وَاَخْبَرَنِيْ يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ مِنْ غَاضِرَةِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ الْاِيْمَانَ مَنْ عَبَدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ وَاَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَعْطٰى زَكٰوةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ وَلَا يُعْطِي الْهَرِمَةَ وَلَا الدَّرِنَةَ وَلَا الْمَرِيْضَةَ وَلَا الشَّرَطَ اللَّئِيْمَةَ وَلٰكِنْ مِنْ وَسَطِ اَمْوَالِكُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَسْئَلْكُمْ خَيْرَهُ وَلَا يَاْمُرُكُمْ بِشَرِّهِ -

১৫৮২। মুহাম্মাদ ইব্ন য়ূনুস (র) ... যাকারিয়া ইব্ন ইস্হাক (র) হতে উপরোক্ত সনদে পূর্বের হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। রাবী মুসলিম ইব্ন শোবা (র) এই বর্ণনায় বলেন ঃ শাফী ঐ বকরীকে বলা হয় যা গর্ভবতী।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আমি যাকাত সম্পর্কীয় নির্দেশনামাটি হিমসে আব্দুল্লাহ ইব্ন সালেমের গ্রন্থে পাঠ করেছি। তা আমর ইব্নুল হিমসীর বংশধরদের নিকট সংরক্ষিত ছিল।

রাবী বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন জাবের (র) জুবায়ের ইব্ন নুফায়ের হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুআবিয়া হতে, তিনি গাদিরাহ্ কায়েস হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তিন ধরনের লোক যারা এরূপ করবে, তারা পরিপূর্ণ ঈমানের স্বাদ প্রস্ত হবে — যে ব্যক্তি কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইবাদতে লিপ্ত থাকে এবং স্বীকার করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই; যে ব্যক্তি প্রতি বছর তার মালের যাকাত হিসাবে উত্তম মাল প্রদান করে এবং বৃদ্ধ বয়সের, রোগগ্রস্ত, ত্রুটিপূর্ণ, নিকৃষ্ট মাল প্রদান করে না, বরং মধ্যম ধরনের মাল প্রদান করে এবং আল্লাহ তোমাদের নিকট তোমাদের উত্তম মাল চান না এবং নিকৃষ্ট মাল প্রদান করতেও নির্দেশ দেন নাই।

١٥٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقًا فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمَّا جَمَعَ لِىْ مَالَهُ لَمْ اَجِدْ عَلَيْهِ فِيْهِ اِلاَّ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَقُلْتُ لَهُ اَدِّ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَاِنَّهَا صَدَقَتُكَ فَقَالَ ذَاكَ مَالاَ لَبَنَ فِيْهِ وَلاَ ظَهْرَ وَلٰكِنْ هٰذِهِ نَاقَةٌ فَتِيَّةٌ عَظِيْمَةٌ سَمِيْنَةٌ فَخُذْهَا فَقُلْتُ لَهُ مَا اَنَا بِاٰخِذٍ مَالَمْ اُوْمَرْ بِهِ وَهٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكَ قَرِيْبٌ فَاِنْ اَحْبَبْتَ اَنْ تَاْتِيَهُ فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَىَّ فَافْعَلْ فَاِنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَبِلْتَهُ وَاِنْ رَدَّهُ عَلَيْكَ رَدَدْتَهُ قَالَ فَاِنِّىْ فَاعِلٌ فَخَرَجَ مَعِىَ وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِىْ عَرَضَ عَلَىَّ حَتّٰى قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اَتَانِىْ رَسُوْلُكَ لِيَاْخُذَ مِنِّىْ صَدَقَةَ مَالِىْ وَاَيْمُ اللّٰهِ مَا قَامَ فِىْ

مَالِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ رَسُوْلُهُ قَطُّ قَبْلَهُ فَجَمَعْتُ لَهُ مَالِىْ فَزَعَمَ اَنْ مَّاعَلَىَّ فِيْهِ اِبْنَةَ مَخَاضٍ وَذٰلِكَ مَالاَ لَبَنَ فِيْهِ وَلاَ ظَهَرَ وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ نَاقَةً عَظِيْمَةً فَتِيَّةً لِيَاْخُذُهَا فَاَبٰى عَلَىَّ فَهَا هِىَ ذِهْ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ خُذْهَا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ الَّذِىْ عَلَيْكَ فَاِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ اٰجَرَكَ اللّٰهُ فِيْهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ فَقَالَ فَهَا هِىَ ذِهْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا فَخُذْهَا قَالَ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْضِهَا وَدَعَالَهُ فِىْ مَا لِهِ بِالْبَرَكَةِ ـ

১৫৮৩। মুহাম্মাদ ইব্ন মানসূর (র) ... হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে যাকাত আদায়কারী হিসাবে প্রেরণ করেন। অতঃপর আমি এক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হলে সে তার মাল আমার সম্মুখে একত্রিত করে। হিসাবান্তে আমি দেখতে পাই যে, তার উপর এক বছর বয়সের একটি মাদী উট ফরয হয়েছে। আমি তার নিকট এক বছর বয়সী একটি মাদী উট চাইলে সে বলে, এই উষ্ট্রী দ্বারা আপনার কোনই উপকার হবে না, এর দুধও নাই এবং আপনি এতে আরোহণ করে কোথাও যেতেও পারবেন না। বরং এর পরিবর্তে আপনি আমার এই শক্তিশালী মোটাতাজা যুবতী উষ্ট্রী গ্রহণ করুন। আমি বললাম, যা গ্রহণের জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয় নাই, আমি তা গ্রহণ করতে পারি না। (অতঃপর তিনি বলেন) রাসূলুল্লাহ্ (স) নিকটেই আছেন। তুমি আমার নিকট যা পেশ করেছ, ইচ্ছা করলে তা তাঁর (স) খেদমতে পেশ করতে পার। যদি তিনি তা গ্রহণ করেন তবে আমিও তা গ্রহণ করব এবং যদি ফেরত দেন তবে আমিও ফেরত দেব। এতদশ্রবণে সেই ব্যক্তি বলে, হাঁ, আমি তাই করব। অতঃপর সে উক্ত উষ্ট্রীসহ রওনা হয়, এমনকি আমরা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর খেদমতে হাযির হই। ঐ ব্যক্তি বলে, ইয়া নবীআল্লাহ! আমার নিকট হতে মালের যাকাত গ্রহণের জন্য আপনার পক্ষ হতে প্রতিনিধি গিয়েছে। আল্লাহ্র শপথ! ইতিপূর্বে আল্লাহ্র রাসূল বা তাঁর কোন প্রতিনিধি আমার নিকট আসেন নাই। আমি যাকাত আদায়কারীর সম্মুখে আমার ধন-সম্পদ পেশ করার পর তিনি এইরূপ মনে করেন যে, আমার উপর যাকাত হিসাবে এক বছর বয়সের এমন একটি উষ্ট্রী ওয়াজিব হয়েছে যা দুগ্ধবতী নয় এবং এর পিঠে আরোহণ করাও সম্ভব নয়। আমি তাঁর সম্মুখে একটি শক্তিশালী, হৃষ্টপুষ্ট যুবতী উষ্ট্রী পেশ করি। কিন্তু তিনি তা গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং সেই উষ্ট্রীটি এই - যা আমি আপনার খেদমতে এনেছি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তা গ্রহণ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (স) তাকে বলেন ঃ তোমার উপর যাকাত স্বরূপ এক বছর বয়সের

একটি উষ্ট্রী ওয়াজিব হয়েছে, আর যদি তুমি খুশী হয়ে এর চাইতে উৎকৃষ্ট মাল প্রদান করতে চাও তবে আল্লাহ তোমাকে এর প্রতিদান দিবেন এবং আমরাও তা তোমার নিকট হতে গ্রহণ করব। তখন সে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটাই সেই মাল। এটা আমি আপনার খেদমতে এনেছি, কাজেই আপনি তা গ্রহণ করুন। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (স) যাকাত আদায়কারী ব্যক্তিকে তা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেন এবং তার মালের বরকতের জন্য দু'আ করেন।

١٥٨٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا وَكِيْعٌ نَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحٰقَ الْمَكِّيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ اَبِيْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اِنَّكَ تَاْتِيْ قَوْمًا اَهْلَ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ اَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِيْ فُقَرَاءِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ -

১৫৮৪। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র) ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয (রা)-কে য়ামানে প্রেরণের সময় বলেন ঃ তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ যারা "আহ্লে কিতাব" (অর্থাৎ ঐশী গ্রন্থের অধিকার)। অতএব তুমি তাদেরকে নিম্নোক্ত কথা গ্রহণে আহবান করবে ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্নী রাসূলুল্লাহ"। যদি তারা তা স্বীকার করে নেয় তবে তুমি তাদের বলবে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের উপর দিনরাত পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি তারা তা মেনে নেয় তবে তাদের বলবে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের মালের উপর যাকাত ফরয করেছেন। তুমি তাদের ধনীদের নিকট হতে তা গ্রহণ করে গরীবদের মধ্যে বিতরণ করবে। যদি তারা তা মেনে নেয় তবে তুমি তাদের উত্তম মাল (যাকাত স্বরূপ) গ্রহণ করা হতে বিরত থাকবে এবং তুমি মযলুমের (অত্যাচারিতের) বদ-দু'আকে ভয় করবে। কেননা তার দু'আ ও আল্লাহর মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক নাই (অর্থাৎ মজলুমের বদ-দু'আ বিনা বাধায় আল্লাহর নিকট পৌছে যায়) - - (বুখারী, মুসলিম, তিরমির্যী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٥٨٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُعْتَدِىْ (الْمُتَعَدِّىْ) فِى الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا ـ

১৫৮৫। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আনাস্ ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাকাত আদায় করার মধ্যে অতিরঞ্জিতকারী ব্যক্তি যাকাত প্রদানে বাঁধাদানকারীর তুল্য – – (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

٥- بَابُ رِضَا الْمُتَصَدِّقِ

৫. অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত আদায়কারীকে রাখা

١٥٨٦- حَدَّثَنَا مَهْدِىُّ بْنُ حَفْصٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَعْنٰى قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ دَيْسَمٌ وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ مِّنْ بَنِىْ سَدُوْسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ قَالَ بْنُ عُبَيْدٍ فِىْ حَدِيْثِهِ وَمَا كَانَ اسْمُهُ بَشِيْرًا وَّلٰكِنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ بَشِيْرًا قَالَ قُلْنَا اِنَّ اَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُوْنَ عَلَيْنَا اَفَنَكْتُمُ مِنْ اَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُوْنَ عَلَيْنَا فَقَالَ لاَ ـ

১৫৮৬। মাহ্দী ইব্ন হাফ্স ও মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়েদ (র) ... বাশীর ইব্নুল খাসাসিয়াহ (রা) হতে বর্ণিত। রাবী ইব্ন উবায়েদ তাঁর হাদীছে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর অর্থাৎ রাবীর নাম প্রকৃতপক্ষে বাশীর ছিল না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পরবর্তী কালে তাঁর নাম বাশীর রাখেন। তিনি বলেন, একদা আমরা (বাশীরকে) জিজ্ঞাসা করি যে, যাকাত আদায়কারীগণ আমাদের মাল হতে অতিরিক্ত পরিমাণ যাকাত আদায় করে থাকেন। কাজেই তারা যে পরিমাণ মাল অতিরিক্ত গ্রহণ করেন আমরা কি ঐ পরিমাণ মাল গোপন করে রাখব? তিনি বলেন, না।

١٥٨٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ وَيَحْيٰى بْنُ مُوْسٰى قَالاَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ اَيُّوْبَ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَصْحَابَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُوْنَ عَلَيْنَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَفَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ـ

১৫৮৭। হাসান ইব্ন আলী (র) ... আয়্যুব (রহ) হতে উপরোক্ত হাদীছের সনদ ও অর্থে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি তার বর্ণনায় আরো বর্ণনা করেছেন, একদা আমরা বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যাকাত আদায়কারীগণ পরিমাণের অতিরিক্ত যাকাত উসুল করে থাকে। ইমাম আবু দাউদ বলেন, রাবী আব্দুর রায্যাক এই হাদীছটি মা'মার পর্যন্ত পৌছিয়েছেন।

١٥٨٨- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ عَنْ اَبِى الْغُصْنِ عَنْ صَخْرِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَاْتِيْكُمْ رَكْبٌ مُّبْغَضُوْنَ فَاِذَا جَاءُوْكُمْ فَرَحِّبُوْا بِهِمْ وَخَلُّوْا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُوْنَ فَاِنْ عَدَلُوْا فَلاَنْفُسِهِمْ وَاِنْ ظَلَمُوْا فَعَلَيْهَا وَارْضُوْهُمْ فَاِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ وَلْيَدْعُوْا لَكُمْ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُو الْغُصْنِ هُوَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ غُصْنٍ -

১৫৮৮। আব্বাস ইব্ন আব্দুল আজীম (র) ... আব্দুর রহমান ইব্ন জাবের ইব্ন আতীক তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের নিকট এমন যাকাত আদায়কারীগণ আগমন করবে, যাদের আচরণে তোমরা অসন্তুষ্ট হবে। তথাপি তারা যখন তোমাদের নিকট আসবে তখন তোমরা তাদের স্বাগত জানাবে। অতঃপর তারা যাকাতস্বরূপ তোমাদের নিকট যা দাবী করে তোমরা তা প্রদান কর। যদি তারা ইন্সাফের সাথে কাজ করে তবে তারা এর প্রতিদান প্রাপ্ত হবে। আর যদি এ ব্যাপারে তারা জুলুম করে তবে এর জন্য শাস্তি প্রাপ্ত হবে। তোমরা তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করবে। কেননা তাদের সন্তুষ্টির উপরেই তোমাদের যাকাত আদায় হওয়া নির্ভর করে। আর তোমরা তাদের সাথে এমন আচরণ করবে যাতে তারা তোমাদের জন্য দু'আ করে।

আবু দাউদ (রহ) বলেন, আবু হাফ্স-এর নাম ছাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন গুসন।

١٥٨٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ح وَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَهٰذَا حَدِيْثُ اَبِىْ كَامِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْمٰعِيْلَ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ هِلاَلٍ الْعَبْسِىُّ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ نَاسٌ

يَعْنِىْ مِنَ الْاَعْرَابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا اِنَّ نَاسًا مِّنَ الْمُصَدِّقِيْنَ يَاْتُوْنَا فَيَظْلِمُوْنَا قَالَ فَقَالَ اَرْضُوْا مُصَدِّقِيْكُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنْ ظَلَمُوْنَا قَالَ اَرْضُوْا مُصَدِّقِيْكُمْ زَادَ عُثْمَانُ وَاِنْ ظُلِمْتُمْ قَالَ اَبُوْ كَامِلٍ فِىْ حَدِيْثِهِ قَالَ جَرِيْرٌ مَا صَدَرَ عَنِّىْ مُصَدِّقٌ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ وَهُوَ عَنِّىْ رَاضٍ -

১৫৮৯। আবু কামিল (র) ... জারীর ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আরবের কতিপয় ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে আগমন করেন। অতঃপর তারা বলেন, আমাদের নিকট যাকাত আদায়ের জন্য এমন লোক আসেন যারা বাড়াবাড়ি করে থাকেন। তখন তিনি (স) বলেন ঃ তোমরা তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখবে। তারা জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি তারা আমাদের উপর জুলুমও করেন? জবাবে তিনি (স) বলেন, তোমরা তোমাদের যাকাত উসুলকারী ব্যক্তিদের খুশী রাখবে। রাবী উছ্মানের বর্ণনায় আরও আছে যে, যদিও তারা তোমাদের উপর জুলুম করে।

রাবী আবু কামিলের বর্ণনায় আছে যে, জারীর বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হতে এই নির্দেশ প্রাপ্তির পর সমস্ত যাকাত আদায়কারীগণ আমার নিকট হতে সন্তুষ্ট মনে বিদায় গ্রহণ করেন - - (মুসলিম, নাসাঈ)।